Philosophical Foundation of Education As Per UG Syllabus W.E.F Session 2023-2024

University of Kalyani

1st Semester

Prepared By

Pritha Roy

SACT In Education

Chakdaha College

University of Kalyani

Idealism বা ভাববাদ

পাশ্চাত্য দার্শনিক মতবাদের মধ্যে প্রাচীনতম মতবাদ হল ভাববাদ। পাশ্চাত্য দর্শনের যাত্রা গ্রিক দর্শন (আনুমানিক 600-400 খ্রিস্টপূর্ব) থেকে শুরু হয়েছে। সক্রেটিস ও প্লেটোর মতবাদে ভাববাদ বিশেষ রূপে পরিলক্ষিত

হয়, তবে ভাববাদের বৈশিষ্ট্য এলিয়াটিক ও এনাকসাগোরাস -এর দর্শনে প্রথম পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু দেকার্তের দর্শনেই প্রথম আধুনিক ভাববাদের রূপ বিশেষভাবে প্রকাশ পায়, এরপর বার্কলে, কান্ট, ফিকটে শেলিং হেগেল প্রমুখ ।

Idealism শব্দের মূলে আছে Idea বা ভাব অর্থাৎ যে তত্ত্ব ভাবকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে তাইই ভাববাদ। ভাববাদীদের মতে জড় জগৎ ছাড়াও ভাবজগৎ বা আধ্যাত্মিক জগতের অস্তিত্ব আছে। ভাববাদীদের মতে Mind & Soul Matter & Body অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

D.M.Dutta - Idealism holds that ultimate reality of spiritualism.

H.B. Titus - Idealism assert that reality consists of ideas, thoughts, minds or selves rather than material objects & forces.

Horne - Educational philosophy or idealism is an account of man finding himself as an integral part of a universe of mind.

Ross -এর মতে মানবসত্ত্বা ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

মূলনীতি –

1. সমগ্র বিশ্বজগৎ ঈশ্বরের সৃষ্টি।

2.ঈশ্বর সমস্ত জ্ঞানের উৎস।

3.বাস্তবজগৎ মন ও আত্মা দ্বারা সংগঠিত হয়েছে।

4. মানবসত্ত্বা ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, মানুষ ঈশ্বরের অংশ।

5. মানুষ এক আধ্যাত্মিক সত্ত্বা।

6. জড়জগৎ নয় আধ্যাত্মিক জগতই হল প্রকৃত সত্য ও অবিনশ্বর।

7. ভাববাদের মূল লক্ষ্য ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটানো।

8. বাস্তব জগতের সত্যতা ব্যক্তির জ্ঞানের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়।

9. সত্য, শুভ ও সৌন্দর্য হল ব্যক্তির পরম গুণ।

10. ভাববাদ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যে বিশ্বাসী।

11. ভাববাদ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।

12. ভাববাদের মতে জড়জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন অপেক্ষা ব্যক্তির আত্মোপলব্ধি অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

13. জগৎ কোন জড় নয় বরং জগৎ সম্পর্কিত ভাব বা ধারণা।

প্রকারভেদ –

1. আত্মগত ভাববাদ (বার্কলে)

2.সবিচার ভাববাদ(কান্ট)

3. বিষয়গত ভাববাদ(হেগেল)

4. পুরুষবাদী ভাববাদ

5.ঐচ্ছিক ভাববাদ(শোপেনহাওয়ার)

6. সমন্বয়ী ভাববাদ(ডঃ গোবিন্দচন্দ্র দেব)

7. নব্য ভাববাদ (ক্রোচে ও জেন্টাইল)

ভাববাদ ও শিক্ষার লক্ষ্য –

1. শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল আত্মোপলব্ধি।

2. শিক্ষা ব্যক্তিকে উন্নততর ব্যক্তিত্বে পরিণত করার মাধ্যমে সমাজের কল্যাণ করবে।

3. শিক্ষা ব্যক্তির মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন ঘটাবে।

4. সুস্থ দেহ সুস্থ মনের অধিকারী হয় তাই দৈহিক বিকাশও শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

5. আধ্যাত্মিক চেতনার উন্নয়ন ও আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে ব্যক্তিকে একটি শুদ্ধ জীবনের জন্য তৈরী করা শিক্ষার লক্ষ্য।

6. ব্যক্তিকে তার সংস্কৃতি সম্পর্কে পরিচিত করানো ও তার মধ্যে সাংস্কৃতিক সঞ্চালন ঘটানোর মাধ্যমে ব্যক্তিকে তার সত্যের সাথে পরিচিত করা শিক্ষার লক্ষ্য।

7. Simple living & High thinking ভাববাদী শিক্ষার মূল লক্ষ্য।

৪. শিক্ষার মাধ্যমে সত্য, শুভ ও সৌন্দর্যের কর্ষণ করা ভাববাদী শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য।

পাঠ্যক্রম –

ভাববাদী পাঠ্যক্রম ব্যক্তির বৌদ্ধিক, নৈতিক, দৈহিক,মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশে সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁরা বৈজ্ঞানিক পাঠ্যক্রমের থেকে মানবিক পাঠ্যক্রমে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র, কলা, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি তাদের পাঠ্যক্রমে স্থান করে নিয়েছে। এছাড়াও ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান চর্চার উল্লেখ পাওয়া যায়। ভাববাদ সত্য, সুন্দর ও শুভ এই আদর্শের ভিত্তিতে নৈতিক, বৌদ্ধিক ও নান্দনিক এই তিন ধরনের কর্মের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। কিন্তু শারীরিক দক্ষতা অর্জনের জন্য তারা শরীরচর্চা ও খেলাধূলাতেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে।

শিক্ষাপদ্ধতি –

ভাববাদের মতে শিক্ষার লক্ষ্যের ভিত্তিতে শিক্ষার পদ্ধতি নির্বাচন করা যেতে পারে। সক্রেটিস প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির কথা বলেছেন, প্লেটো Discourse Method এর কথা বলেছেন, অ্যারিস্টটল বলেছেন Inductive - Deductive Method এর কথা। দেকার্ত ‘সহজ থেকে কঠিন’ পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, পেস্তালৎসি পর্যবেক্ষণকে গুরুত্ব

দিয়েছেন, ফ্রয়েবেল বলেছেন খেলার মাধ্যমে শিক্ষা, হার্বার্ট স্পেন্সার নির্দেশনার মাধ্যমে শিক্ষার কথা বলেছেন।

শিক্ষক –

এই শিক্ষা প্রক্রিয়ায় শিক্ষক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীর কাছে বিশ্বসত্তার স্বরূপ, তাই শিক্ষক এমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হবেন যেন শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁকে সম্মান করে। তিনি শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ সৃষ্টি করার মতো পঠন-পরিবেশ তৈরী করবেন। বিষয়বস্তুর ওপর তার পূর্ণ দখল থাকবে। শ্রেণীকক্ষে তিনি গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখবেন এবং শিক্ষাদানের সাথে সাথে তিনিও শিক্ষাগ্রহণে ব্রতী থাকবেন।

শৃঙ্খলা –

ভাববাদে কঠোর শৃঙ্খলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাঁদের মতে মনকে কঠোর শৃঙ্খলা দ্বারা পরিচালিত না করতে পারলে সত্য,শুভ ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। আত্মোপলব্ধির জন্য প্রয়োজন কঠিন জীবনচর্চা যা অনমনীয়। তাদের মতে নিয়মের মধ্যে জীবন যাপনের মাধ্যমে ব্যক্তির মূল্যবোধের উন্নতি ঘটে।

মূল্যায়ণ –

1. ভাববাদে ভাবময় জগতকে বাস্তবের তুলনায় অত্যাধিক গুরুত্ব দেওয়ার দৈনন্দিন জীবনে এর গ্রহণযোগ্যতা কমে যায়।

2. এঁদের মতে আদর্শ বা মূল্যবোধ চিরন্তন কিন্তু বাস্তব জীবনে সমস্ত ধারণাই পরিবর্তনশীল, মূল্যবোধের একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত থাকে যা ভাববাদে গ্রাহ্য করা হয়নি।

3. ভাববাদ পুঁথিকেন্দ্রিক শিক্ষায় অধিক গুরুত্ব দিয়েছে যা জীবনের সাথে শিক্ষার মেলবন্ধন ঘটাতে পারেনি।

4. এই দর্শনে মূর্ত বিষয়ের তুলনায় বিমূর্ত বিষয়ে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

5. আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা শিশুকেন্দ্রিক কিন্তু ভাববাদী শিক্ষা শিক্ষক-কেন্দ্রিক।

6. ভাববাদী শিক্ষায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

7. পঞ্চ ইন্দ্রিয় ব্যক্তির জ্ঞানের অন্যতম উৎস কিন্তু ভাববাদে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি।

8. ভাববাদ আরোপিত শৃঙ্খলায় গুরুত্ব প্রদান করে।